প্রথম খণ্ড

(নব)

সোনার খাণ।

—বা—

(মধুর বাণী)

পড় হে সোনার খণি।
কেয়ছা মধুর বাণী॥
শুনিয়া মধুর তান।
জুড়াও হে মন প্রাণ॥

৮ম সংস্করণ।

প্রণীত ও প্রকাশিত।

শ্রী আজাহার আলি মিঞা
পোঃ ভাদালিয়া সাং দহকুলা, নদীয়া।

সন ১৩২৭ সাল।

মূল্য ৵১০ দশ পয়সা।

প্রথম খণ্ড

(নব)

সোনার খণি

বা

মধুর বাণী।

পড়হে সোনার খণি।
কেয়ছা মধুর বাণী।
শুনিয়া মধুর তান।
জুড়াও হে মন প্রাণ॥

৮ম সংস্করণ।

প্রণীত ও প্রকাশিত।
মুন্সী আজাহার আলি।
পোঃ ভাদালিয়া, সাং দহকুলা, নদীয়া।

সন [illegible]২১ সাল।

মূল্য ৵১০ দশ পয়সা।

সোনার খণি।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অনেক দিবস হইতেই "সোনার খণি" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃত সঙ্কল্প হইতে পারিয়াছিলাম না। আজ সে চেষ্টা সার্থক হইল, আশা করি পাঠকগণ "ইহা" পাঠ করতঃ আমাকে পরমানন্দিত ও কৃতার্থ করিতে মর্জ্জি হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ১০ আনা।

নব

মসলেম-হৃদয়-নুরহার।

এই "নব মোসলেম হৃদয় নুরহারের" বিজ্ঞাপন বহুকাল পূর্ব্বেই একবার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অদ্যাবধি প্রকাশ করিতে অক্ষম ছিলাম; এক্ষণে বহু চেষ্টার পর সক্ষম হইয়াছি সত্বর "ইহার" পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ৶০ তিন আনা।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

মোহাম্মদ ইসহাক আলী

পোঃ ভাদালিয়া, সং দহকুলা,

জেলা নদীয়া।

বিছমেল্লা হেররাহমা নেররাহিম

সোনার খনি।

দতা ও দয়ালু খোদাতালার নামে
আরম্ভ করিতেছি।

আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা ছৈয়েদেনা মওলানা মোহাম্মদ।
আলা আলে ছৈয়েদেনা ছাল্লে আলা মোহাম্মদ॥—

হাম্‌দ নাত।

তেরি জাত পাক হায় আয় খোদা তেরিসানে জাল্লে জালালহু॥ তেরানাম আদলে কিবরিয়া তেরি সানে জাল্লে জালালহু॥ হায় চমন্ মে তুহি বরঙ্গেবু, হায় জাবাঁপে তুতিকে তুহিতু, কাহে কেওনা বুলবুলে খোশ নাওা, তেরি সানে জাল্লে জালালহু॥ এহ জীমি খানি ওহফালাকবানা, এহ বাসারবানে ওহমালাকবানা এহি লফ্‌জে কুন্‌কা জহুরথা তেরিসানে জাল্লে জালালহু॥ কোই সাহ কোই আমির হায় "কোই বেনওায়ে ফকির হায়, জিসে চাহে জায়সা বানায়েতু, তেরি সানে জাল্লে জালালহু॥" জিসে চাহে মোরদা বানায়েতু" জিসে চাহে জেন্দা ওঠায়েতু"- তেরে হাতমে হায় ফানা বাকা তেরি সানে জাল্লে জালালহু॥

(১)

তুমি হে সংসারের কর্ত্তা প্রাণীদের প্রাণদাতা,
প্রাণ দান তুমি কর্ত্তা, সোবহানাল্লা ২।

(২)

তুমি আল্লা দয়া কর, পলকে বিপদ হর,
সঙ্কটে উদ্ধার কর সোবহানাল্লা ২।

(৩)

ইউছুফ হজরতে, গম্ভীর কূপ হইতে,
ত্রাণ যে করিলে তাকে, সোবহানাল্লা ২।

(৪)

তোমার করুণা যত, লক্ষ মুখে অবিরত,
বর্ণিতে হই—যে হত সোবহানাল্লা ২।

(৫)

ইউছুফ নবির তরে, কারাগারে ত্রাণ করে,
মেলাইলে জেলেখারে, সোবহানাল্লা ২।

(৬)

ফেরাউন ছলনা করে, মুছাকে সে মারিবারে,
আপনি বাঁচালে তাঁরে, সোবহানাল্লা ২।

দরুদ শরিফের ১ম ও ২য় পদ পর পর দুইবার ৩য় পদ দুইবার এবং ৪র্থ পদ একবার দীর্ঘ চৌপদী ছন্দে পড়িতে হইবে।

তোমাদের খোদাকি খোদাই না হোতি ।

(৭)

এবরাহিম নবীর তরে, আতস হইতে তারে,
ত্রাণ যে করিলে তারে, সোবহানাল্লা ২ ।

(৮)

হজরত ফরিদ তরে, আপনি যে কৃপা করে,
আউলিয়া বানালে তারে, সোবহানাল্লা ২ ।

(৯)

হজরত রসুল নুরী, করিতে আলোকি জারি,
প্রকাশিলে তুমি বারি, সোবহানাল্লা ২ ।

(১০)

পাপীদল উদ্ধারিতে, সত্যধর্ম্ম প্রকাশিতে,
স্থজিলেন নবী জাতে, সোবহানাল্লা ২ ।

(১১)

মৌলুদ অমূল্য ধন, মানিবে না যেই জন,
বিধর্ম্মিক সেই জন, সোবহানাল্লা ২ ।

(১২)

সকল ধনির কাছে, হজ জাকাত ফরজ আছে,
কোরাণে প্রমাণ আছে, সোবহানাল্লা ২ ।

(১৩)

এসলাম-নর যত, এস ভাই শত শত,
গাই মোরা অবিরত, সোবহানাল্লা ২ ।

(১০)

তুমি যে ফেলিবে খাটী, তোমাকেও দিবে মাটী,
যেতে হবে খাটিখাটি, সোবহানাল্লা ২।

(১১)

দেহ বিচে দম ভাই, যতক্ষণ আছে তাই,
নেকি কর সর্ব্বদাই, সোবহানাল্লা ২।

(১২)

দোম ছেড়ে গেলে ভাই, আর না পাইবে তাই,
নামাজ পড় সর্ব্বদাই, সোবহানাল্লা ২।

(১৩)

খোদার হুকুম হবে, আজরাইল ল'য়ে যাবে,
টের না পাইবে তবে, সোবহানাল্লা ২।

মাবহাবা [illegible] হইয়েদে মাক্কি মাদানী আল আবাবি,
দেলোযা [illegible] ফেদা ইয়াতচে আজব খোসলকানি।

নাতে রছুল।

গাওরে মসলেমগণ, নবিগুণ গাওরে,
[illegible] সুখে মনের সুখে ছাল্লে আলা গাওরে।
আহা হবিবুল্লা আমাদেরই ভাল,
রহিতেন চিরস্থায়ী।
সোনারখানি।

দিবস রজনী, হয়ে পেরেসানি,
বন্দিগীতে নিদ্রা নাই।
জাগরে মোসলেমগণ শুন্তি ছাড়রে,
আখেরী ভাবিয়া সবে ছাল্লেয়ালা গাওরে।
উম্মতি উম্মতি, করে দিবারাতি,
কাঁদেন খোদার স্থানে।
প্রাণ গেল গেল, নাহিক ভুলিল,
উম্মতি উম্মতি মনে।
এস আমরা সে চরণ শিরে তুলে লইরে।
হৃদয় জাহাজে লিখে নবীগুণ গাইরে।
আহা নবী যাঁতে, জেন্দেগী মউতে,
উম্মতে না ভুলিবে।
হাসরেতে গিয়া, উম্মত লাগিয়া,
কান্দিয়া ব্যাকুল হবে।
বারক পুলের পারে যেতে যদি চাওরে।
দমে দমে ছাল্লে আলা নবিগুণ গাওরে।
হাসরের দিন, বড়ই কঠিন,
নফ্‌ছি নফ্‌ছি সবে কবে।
সে দিন রছুল, কান্দিয়া ব্যাকুল,
উম্মতের ভাসা চাবে।

হাসরের ময়দানে ভাল যদি চাওরে।
দমে দমে নবিজীর দরুদ সে গাওরে॥
স্থির, না হইয়া, উম্মত লাগিয়া,
কান্দিয়া চৌপাশে ফেরে।
মিজান সম্পাসে ক্ষণে পুল কাছে,
ক্ষণে দোজখের দ্বারে॥
নেকির পাল্লা ভারি করিতে যদি চাওরে।
ত্বরা করে প্রাণ ভরে ছাল্লে আলা গাওরে॥
ছের নাঙ্গা পায় করে হায় হায়,
উম্মতি উম্মতি সদা।
ওহে আল্লাহাদি, উম্মতের বদি,
মাফ করে দেহ খোদা॥
রে পাপি ও মূঢ় মন ক্ষমা যদি চাওরে।
নবি পদ [illegible] করে ছাল্লে আলা গাওরে॥
এমতে ফিরিবে, সাক্ষাৎ করিবে,
উম্মতের চুক ভুল।
আল্লা রে পিয়ারা, [illegible] চিনিনু মোরা,
জিন্দিগীর নাহি মূল॥
বেহেস্তে যাইতে যার বাসনা সে আওরে।
নবিজীর সরিয়ত শিরে তুলে লাওরে॥

বালাগোল অলা বেকামালিহি, কাশা ফাদ্দোজা
বেজামালিহি। হাছুনাত জামিও খেছালিহি
ছাল্লু আলায়হে ওয়ালিহি।

(১)

তুমি হে এসলাম রবি, হবিবুল্লা শেষ নবি,
নত শিরে তোমায় সেবি, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(২)

তুমি আদি নুর অংশ, উজালা করিলে বংশ,
করিলে পুত্তলি ধ্বংস, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(৩)

তুমি সত্য উদ্ধারিলে, মহাতত্ত্ব প্রকাশিলে
প্রভুবাণী শুনাইলে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(৪)

সমগ্র ভুবন মাঝে, তব ডঙ্কা জোরে বাজে,
বিধর্ম্মিরা মরে লাজে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(৫)

রবি শশী তারাগণ, ভবে রবে যতক্ষণ,
হইবে না বিস্মরণ, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(৬)

কাফেরের শত্রুতায় যে যাতনা পেলে হায়,
কেমনে বলিব তায়, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(৭)

বিষম হাসর দিনে, তঁব সাফায়েত গুণে,
তরাবে এ আকিঞ্চনে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(৮)

হইয়া স্বর্গের রাজা, উড়ায়ে ধর্ম্মের ধ্বজা,
সহিলেন কত সাজা, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(৯)

আমাদের তরে হায়, কত কষ্ট পেলে তায়,
সহিলেন নিজ কায়, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(১০)

ধর্ম্ম রক্ষা সত্য রক্ষা, করিতে উম্মতে রক্ষা,
পাসরিলে আত্মরক্ষা, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(১১)

মেরাজ সরিফে গেলে এনায়েত যাহা পেলে,
উম্মতানে শুনাইলে মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(১২)

ত্যাগ্য করে স্বর্ণদেশ, করিয়ে কাঙ্গাল বেশ,
আসিলেন অবশেষ, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা॥

(১৩)

উন্মত্ত নাজার তরে, স্বর্ণপুতুল হোসেনের;
ছাড়িলে কার্ব্বালা পরে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(১৪)

সর্ব্বসুখ তেয়াগিয়ে, আমাদের সঙ্গী হ'য়ে,
মদিনায় থাক শুয়ে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(১৫)

ওহাদ পাহাড় পরে, দান্দান সহিদ করে,
তাতে নাহি অহামারে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(১৬)

শুনহে মোছলেমগণ, হয়ে সবে শুদ্ধ মন,
সেব তাঁর দ্বিচরণ, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(১৭)

শুনহে মোছলেম দলে, সে নবির পদতলে,
পড় সবে মহাবলে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

(১৮)

এমন রছুল পারে, যে নাহি দরুদ পড়ে,
ধিক্ তার জ্ঞান পরে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

নদীয়া নিবাসী—

মীর মোশারুরফ হোসেন।

আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা ছৈয়দেনা মওলানা মোহাম্মদ।
ওয়ালা আলে ছৈয়েদেনা মাফিয়ানা মহাম্মদ॥

১। যত সব নর নারী,
দোমে দোমে কর জারি,
লা এলাহা ইল্লাল্লা,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২। দরুদ পড়িলে পরে,
নবি তারে দয়া করে,
বিপদে সে যাবে তরে,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৩। পাপিগণে উদ্ধারিতে,
দয়া বারি বিতরিতে,
আসিলেন স্বর্গ হ'তে,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৪। কোথায় আরব তুমি,
কোথা বঙ্গ কোথা তুমি,
নতশিরে নমি আমি,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৫। ইস্‌লাম্‌ নর নারী,
কণ্ঠের উপরে করি,
এস ভাই দরুদ পড়ি,
মহম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৬। উম্মতানে তরাইতে,
গোনাগারে বাঁচাইতে,
তোমা বই নাই জগতে,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৭। জয়ডঙ্কা বাজাইলে,
জয় ধ্বজা উড়াইলে,
উম্মতানে রাজা হ'লে,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৮। সকলি আপন দোষে,
মিজান সম্পাসে এসে,
কাঁদিবেন মহাত্রাসে,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৯। তুমি হে এসলাম পতি,
তব নামে হয় গতি,
পরকালে সঙ্গি সাথি,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

সেহাবে আলে আহম্মদ সে কোরবানী না হোতা।

১০। পয়গম্বর কত শত,
সংসারে জন্মিল যত,
তোমা কাছে সবাই নত,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১১। তুমি হে ইস্লাম জ্যোতি,
উম্মতের হ'য়ে সাথি,
করিবেন পাপমুক্তি,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১২। খোদার হুকুম এই,
মোসলমান হবে যেই,
ধর্ম্মপথে চল ভাই,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৩। [illegible] হে মোসলেম জাতি,
নামাজ সঙ্গের সাথি,
পড় সবে দিবারাতি,
মহম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৪। শুন হে মুস্লিম জাতি,
নামাজ পোড়ে বাতি,
হইবে তোমার খাতি,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৫। জোম্মার নামাজ ভাই,
মূল কে জানিবে তাই,
নাহি ছাড় ওহে ভাই,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৬। খোদার বিপক্ষ যারা,
অস্ত্র হাতে হলো খাড়া,
কেহ না মানিল তারা,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৭। মুখে মুখে করে বাদ,
কেহ নাহি মানে বাত,
এমন বিধর্ম্মী জাত,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৮। কেহ ইঁট মারে গায়,
কেহ জাদুগীর কয়,
সকলি সহিলে হায়,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৯। কত অস্ত্র সহিলেন,
দুঃখ নাহি ভাবিলেন,
আশীর্ব্বাদ করিলেন,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২০ । হজরতের ইসারায়,
চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়,
মধুস্বরে পাখী গায়,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা ।

২১ । যদি সে থাকিত্ত ভবে,
দেখিতাম মোরা সবে,
সেবিতাম ঐ পদে,
মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা ।

২২ । এক দেহ এক প্রাণ,
যোগ রক্তে রক্তে টান,
তারাই করে অপমান,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা ।

২৩ । ফোরাতের নদীকূলে,
পানী বিনে দলে দলে,
শিশুগণ কেঁদে বলে,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা ।

২৪ । কাহার বধিতে এলো,
কোন বারে না পারিল,
হাতের অস্ত্র হাতে র'লো,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা ।

২৫। হায় আমাদের তরে,
স্বর্ণপুত্তল হোসেনেরে,
হারালে কারবালা পরে,
মহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

গজল পড়িবার সময় প্রথম ও দ্বিতীয় পদ দুইবার পড়িবেন, তৃতীয় পদ দুইবার অর্দ্ধ চৌপদী ছন্দে পড়িবেন।

ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা অলা আলে নবিয়েনা
ছাল্লে আলা হাবিবেনা ছাল্লে আলা মহাম্মদিন

গাওরে মোসলেমগণ নবিগুণ গাওরে।
পরাণ ভরিয়া সবে ছাল্লে আলা গাওরে॥
আপনা কালামে, নবির ছালামে,
তাকিদ করেন বারি।
কালেবেতে জান, কহিতে জবান,
যে তক থাকে গো জারি॥
যে বেশে যে ভেসে যে দেশেতে যাওরে।
গাও গাও গাও সবে ছাল্লে আলা গাওরে॥
হজরত আদম, গুণাতে যে দম।
বেদম কান্দিয়াছিল।
পাইল রেহাই, মোস্তফা দোহাই,
যেই দমে দিয়াছিল॥
তাই বলি পাপী যদি পাপ ক্ষমা চাওরে।
ত্বরা করি প্রাণ ভরি ছাল্লে আলা গাওরে॥
নুহ পয়গম্বর, হুকুম আল্লার,
জাহাজ বানান যবে।
সোনার খনি।

হেরিয়ে হের জেহাকি বাঁধাছে অমিও আছেমা পয়দা ।

উপরে তাহার, নাম মোস্তফার,

দেখিলে জাগিল তবে ॥

ভব পার যেতে যার, বাসনা সে আওরে ।

হৃদয় জাহাজে লিখে নবিগুণ গাওরে ॥

খলিলের পেশানিতে, নবি নুর নিশানেতে,

আলোকিত ছিল হায় ।

আহা সেই নুর বলে, নমরুদের মুহানলে,

খলিলোল্লা মুক্তি পায় ॥

ওহে ভাই জাহান্নামে যেতে যে না চাওরে ।

আজীবন মন প্রাণে নবিগুণ গাওরে ॥

ফেরেস্তা সঁহিস হ'য়ে যাঁহার বোরাক ল'য়ে,

আসিলেন এ দুনিয়ায় ।

তিনি হে কেমন জন, ভাব হে ভাবুকগণ,

তাহার মিছাল দিব কায় ॥

বোরাকে ছেরাত পার যাইতে যে চাওরে ।

বদন ভরিয়া সবে ছাল্লে আলা গাওরে ॥

নিমিষে আরশে যায়, বারিআলা দরগায়,

উম্মত নিস্তার তরে ।

বান্দার নাজাত পথ, নিত্য নিধি সরিয়ত,

খতম তাঁহার পরে ।

হুব্বি জোলমত নেহা একছত্র ফরোগেমরে আহমদীয়ে ।

নিমিষে চুলের পুল যদি পার হওরে ।
নবিজীর সহিয়ত শিরে তুলে লওরে ॥
আমরা মোসলেম দলে, আহা কি কপাল ফলে,
পাইয়াছি সে মীতিনে ।
মুসা ও দাউদ ঈসা (আঃ) সে পাক চরণে আশা,
রেখেছে নিদান দিনে ॥
এস মোরা সে চরণ শিরে তুলে লইরে ।
দুখে সুখে মনে মুখে ছাল্লে আলা কইরে ॥
যে সময় ভব ঘোর, হইল গোনায় পোর,
এমন সময়ে বারি ।
মস্তফা শুরুজ তবে, উদয় করেন ভবে,
করিতে আলোক জারি ।
উদিল এসলাম রবি, কাফেরি বিলয় রে ।
বল সবে উচ্চরবে ছাল্লে আলা জয় রে ॥
যত পির ওলিগণ, সেবে সে চরণ ধন,
সাধনে পেয়েছে ফল ।
সে পাক চরণ যারা, ছাড়িল নাদান তারা,
তাহারাই নিঃসম্বল ॥
না চেয়ে পেয়েছি তারে আর কারে চাওরে ।
সে পাক চরণে সবে হৃদে জাগা দাওরে ॥

 সোনার খণি ।

এহুদি নাছারা দল, হিন্দু শিখ এ সকল,
ত্যজিয়া আসল রব।
দেব দেবী গাছ পালা, ঘাট মাঠ কাষ্ঠ শিলা,
তাহারা পূজিছে সব॥
সত্য রবে মোরা পেয়েছি যে অছিলায় রে।
এস কোটী কণ্ঠে ভেজি ছালাম তাহায় রে॥
নবিজীর ছানা যত, লক্ষ মুখে অবিরত,
কহিলেও হইবে না।
যাহার জবানে ভাই, নবির দরুদ নাই,
সে নাজাত পাইবে না॥
অতএব সবে আখেরের গম খাওরে।
নবি নামে ছাল্লে আলা দমে দমে গাওরে॥
নবিজী সহায় যার, ভয় কি নরকে তার,
সে জন পিয়ারা খোদা।
নবীকে না মানে যারা, খোদার বিপক্ষ তারা,
নরকে থাকিবে সদা॥
নবিজীর প্রেম ডুবি সবে শির দাও রে।
পরাণ ভরিয়া সবে ছাল্লে আলা গাওরে॥
এ অধম যোড় করে, চরণে বিনয় করে,
হে মম দয়াল নবি।

বানায়া আল্লুসে খালেকনে ওনহিকে মুরে আনুআরছে।

গোনা মোর ভারি দেখে, ফেল না চরণ থেকে,

আর না লুকাও ছবি ॥

রে পাপী মূঢ়মন ক্ষমা যদি চাও রে।

নবি পদ লক্ষ্য করে ছাল্লে আলা গাওরে ॥

যশোহর নিবাসী:—

মুন্‌শী মহাম্মদ মেহেরুল্লা।

কিয়া লওহো কলম জাহের হোয়ে কারেশাবীয়া পয়দা।

সাফিউন মাতাউন নবিউন করিম

কছিমন অছিমন নছিমন অছিম

১। সকলের আদি তুমি, সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি,
নত শিরে নমি আমি, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২। খোদার মহিমা বলে, আসিলে উম্মত দলে,
ধর্ম্মবাণী শিখাইলে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৩। তুমি যে খোদার বন্ধু, গুণাকর গুণসিন্ধু,
তরাবেন ভবসিন্ধু, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৪। আসমানের ফেরেস্তাগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারাগণ,
পড়ে তারা সর্ব্বক্ষণ, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা॥

৫। দুনিয়ার এই হাল, দেখিতেছি হামেহাল,
নবি হাসরের ঢাল, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৬। উম্মত নাজাত জন্যে, জাগ তুমি রাত্রে দিনে,
কত দুঃখ সহিলে প্রাণে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা

৭। যত দেখ এই ভবে, সকলি পড়িয়া রবে,
নেকি বদি সঙ্গে যাবে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৮। তোমারি মহিমা বলে, গোনা মাপ পাব বলে,
পড়িতেছি দেল দুলে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

৯। শুনহে মোসলেম জাতি, রছুলের দয়া অতি,
জপ নাম দিবা রাত্তি, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১০। হে ভাই মমিনওলা, বাঁচিতে গোরের জ্বালা,
পড় পড় এই বেলা, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১১। যবে জান নেকালিবে, সকলি পড়িয়া রবে,
খালি হাতে একা যাবে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১২। এ মায়া যে ত্যজ্য করে, যেতে হবে দেশ ছেড়ে
র'তে হবে থাকে পড়ে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৩। কি করিবে টাকা কড়ি, কি করিবে ঘর বাড়ী,
চলে যাবে নিজ বাড়ী, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৪। যত সব মুসলমান, পড় তবে ছোবে সাম,
গাও রছুলের গান, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা॥

১৫। পাহাড়, পর্ব্বত আদি, বৃক্ষ ফুল লতা আদি,
পড়ে তারা দিবা রাতি, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৬। করিছে তোমার গান, শুনিয়া যে মন প্রাণ,
প্রফুল্লিত হয় জান, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা॥

১৭। আমরা মসলেমগণ, পেয়েছি অমূল্য ধন,
ছাড়িব না আর কখন, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

১৮। নেকি বিনে নাহি গতি, কর সবে দিবারাতি,
অবশ্যে হইবে সাথি, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা॥

১৯। শোনরে এস্লামগণে, সকলে আনন্দ মনে,
বল বল রাত্রে দিনে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২০। ওরে মন মূঢ়মতি, চলে গেল সঙ্গের সাথি,
কেবল আপন সাথি, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২১। মউত আসিবে যবে, না ছাড়িবে তুঝে তবে,
লয়ে যাবে শূন্যভাবে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২২। নিজ হাতে আত্মীয়গণে, গাড়িয়া আসেন বনে,
কেবল আপে সেইখানে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২৩। মা বাপের স্নেহ অতি, কেহ না হইবে সাথি,
কেবল আপন সাথি, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২৪। ভাই ভাই যত মায়া, সেই ভাই না কৈল দয়া,
নবী বিনে নাহি ছায়া, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২৫। যত গোনাগার সবে, দৌড়িয়া আসিবে যবে,
তোমারি যে দয়া হবে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২৬। উম্মতের কারণেতে, হাশরের ময়দানেতে,
কান্দিয়া হয়রান তাতে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২৭। হাসরের ময়দানেতে, পাপিগণে তরাইতে,
আসিবেন স্ব ইচ্ছাতে, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

২৮। দেখ তবে কেয়ছা [illegible], সেজদায় রহিল গিয়া,
আছে কি এমন দয়া, মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লা।

না হাওয়া থে নান্দম থা না সাবর্তা থা না রেখওথি

তোম রছুলে খোদাকাহো ইয়া মহাম্মদ মুস্তফা।
তোম হাবিবে কিবরিয়াহো ইয়া মহাম্মদ মুস্তফা।

নবিকুল শিরোমণি, দৈব জ্ঞান তরঙ্গিণী,
ভবে আসি সদা যিনি, চিরসুখী রহিল না।
পাপিগণে উদ্ধারিতে, দয়া-বারি বিতরিতে,
আসিলেন স্বর্গ হ'তে, দুঃখ মনে ভাবিল না॥
জিজ্ঞাসিতে নরগণে, দীক্ষা দিতে সাধুজনে,
অনুকম্পা বিতরণে, দ্বিধা মনে করিল না।
থাকি সদা উপবাসে, ভজিলেন জগদীশে
উম্মতি উদ্ধার আশে, সহিলেন যাতনা॥
উদ্ধারিতে উম্মতানে, পুত্র কন্যা পরিজনে,
বিসর্জ্জিয়া কায়মনে, করিলেন আরাধনা।
কত অস্ত্র সহিলেন, দুঃখ নাহি ভাবিলেন,
আশীর্ব্বাদ করিলেন, অভিশাপ করিল না॥
ধন্য হে সভাজন, তাঁহারই উম্মতান,
নীরবে বসিয়া কেন, ভাবিতেছ কি ভাবনা।
হেন দয়া যার পরে, পড় সবে ভক্তিভরে,
কায়মনে নতশিরে, ছাল্লে আলা মহম্মদিন॥

নছিহত রহে বাকি পয়সা না থা বাধেজেনা পয়সা।

নছিহত গজল চারিপদে মিল।

আহা এ দুনিয়া না ছাড়িল কোন জনে,
বুড় হলো তবু এত সাধ এর মনে।
কিবা বড় কিবা ছোট এই দুনিয়াতে,
সকলি ফাঁসিল এই দুনিয়ার হাতে,
দুনিয়ার লোভ সদা সকলের মনে।
দিবানিশি সকলের দুনিয়াতে মন,
কিসে হবে মান আর কিসে হবে ধন,
আখেরের কথা কিছু নাহি করে মনে॥
মালদার লোক কত মালের লালচে,
দুনিয়ার হাতে নিজ ইমানকে বেচে,
কত মন্দ করে তবু ডর নাহি মনে।
সুদ ঘুষ লেয় দেখ লালচে মালের,
হারামের মাল যত খোরাক তাদের,
এত যে হারাম খায় ডর নাহি মনে॥
এক টাকা দিয়া যদি লয় দুই তিন,
তবু নাহি দেল ভরে এমন কমিন,
গরীব বলিয়া নাহি দয়া হয় মনে।

আর কত মালদার মালের কাঙ্গাল,
নাহক দাবিয়া লয় বেগানার মাল,
পাইলে পরের মাল কত খুসী মনে ॥
মালের কারণ কেহ ধরম গোওায়,
মালের কারণ কত ফছাদ লাগায়,
পর মাল দেখে লিতে ডর নাহি মনে।
আর কেহ দুনিয়ার পড়িয়া ভোগাতে,
মিছা সাক্ষী ঝুট কথা আনে জবানেতে,
আখেরে খারাব করে দুনিয়া কারণে ॥
গরীব মিছকিন পরে জোলম করিয়া,
কোন মতে নিজ পেট লেয় ভরাইয়া,
আখেরে কি হবে তাহা নাহি ভাবে মনে।
চোর লোকে চুরি করে রাত আন্ধারিতে,
সোনারেরা করে চুরি লোকের সাক্ষাতে,
খোদায় হিসাব লবে ভয় নাহি মনে ॥
আর কত লোক দেখ এমন কমিন,
কোন মতে টানি লয় পরের জমিন,
শেষের হিসাব ব'লে ভয় নাহি মনে।
দেখুন মমিন কেহ মুখে মোসলমান,
ভিতরেতে নাহি তার আসল ইমান,

 ঈমানার খণি।

উপরে সুন্দর কিন্তু বদি ভরা মনে ॥

মানুষ দেখিলে কেহ পড়ে যে নামাজ,
ঘরেতে নামাজ নাহি মোনাফেকি কাজ,
আখেরের কথা কিছু নাহি পড়ে মনে.
দুনিয়া হইতে লেহ দেল উঠাইয়া,
দিনের কাজেতে দেল দেহ বসাইয়া,
ইমান মজবুত কর যতেক মমিনে।
আহা এ দুনিয়া না ছাড়িল কোন জনে ॥

হজরত রছুলের (সঃ) ছলিয়া নামা ।

আল্লা আল্লা বল বান্দা নবী কর সার ।
মহম্মদের দিন বই রাহা নাহি আর ॥
মহাম্মদের চারি ইয়ার নাম তার শোন ।
আবুবকার, উম্মর, উছমান, আলি, চার জন ॥
এই চারের কম যেই উম্মতে জানিবে ।
মহম্মদের সাফাত হ'তে দুর হয়ে যাবে ॥
মহম্মদের ছলিয়া কহি কান দিয়ে শুন ।
দেলে একিন করে পড় তাহে ইমান আন ॥
মহম্মদের ছলিয়া যেবা ছোবে সাম পড়িবে ।
আখেরে দোজখের আগুন তাহে হারাম হবে ॥
গেহু রং ছিল নবীর কোরাণে লিখেছে ।
দিন দুনিয়ার বাদসা করে আল্লা পাঠায়েছে ॥
পেশানি কোসাদা ছিল রছুল খোদার ।
হাসর মাঝারে উম্মত করিবেন পার ॥
মেলা দুটী ভুরু ছিল যেন তলওার ।
দেখে সব কাটা যাবে যত গোনাগার ॥

আঁখি দুটী ছিয়া ছিল উচা ছিল নাক ।
যাহাতে নাজেল হৈল আয়েত লওলাক ॥
মহাম্মদের মুখে দাড়ি ছিল চারিদিকে ।
লাল রঙ্গ কারণে বান্দা বেহেস্ত যাবে সুখে ॥
মতির মাফিক দাঁত আছিল মুখেতে ।
উম্মত করিবে পার রোজ কেয়ামতে ॥
অঙ্গুলগুলি সরু ছিল লম্বা দুটী হাত ।
বিজলীর মত পার করিবে ছেরাত ॥
মধ্যম রকম কদ ছিল নায়েব খোদার ।
ইয়াদ রাখ বান্দা সব যদি হবে পার ॥
আর এক ছিঁয়া খত নাভিতক ছিল ।
সকল অজুদ ছাফ ছিল চান্দ হ'তে আলো ॥
সে অজুদ পয়দা হৈল কিসে তাহা শুন ।
খোদার নুরে রছুল পয়দা একিন করে জান ।
সে অজুদ পাক ছিল ছায়া ছিল নাই ।
যদি ছিল নুরী ছায়া জাহের হৈত নাই ।
এই কথা কোরাণেতে কহেন রহমান ।
তার মধ্যে একটী কথা করি যে বয়ান ॥
কি কহিব কহিতে নারি কেয়ামতের গুণ ।
কিয়ামতের দিহন ধুধু জ্বলিবে আগুন ॥

সে আগুনে বান্দা সব দৌড়িয়া ফিরিবে।
তার মধ্যে খোদা কাজী হইয়া বসিবে ॥
কাজী হয়ে বান্দাদের হিসাব করিবেন।
নেকী পেলে তারে খোদা বেহেস্তে দিবেন ॥
সেই দিন বান্দা সব কাজীর আগে যাবে।
আপনার দুঃখের কথা ফরিয়াদ করিবে ॥
বলিবেন খোদাতালা মোর কথা শুন।
কার উম্মত ছিলে তোমরা তাহে চিনে আন ॥
তাহে যদি চিনিয়া আনিতে পার তুমি।
তোমাদের যত গোনা মাফ দিব আমি ॥
সেই দিন যে বান্দার হুলিয়া মনে রবে।
হুলিয়া নামা পড়ে পয়গম্বরে চিনে লবে ॥
একারণে কহি সব চিন পয়গম্বরে।
চিনিলে রছুলে খোদা তরিবে হাসরে ॥
সোনার খনি দেখে যে হুলিয়া নামা পড়ে।
মরিলে বেহেস্তে পাবে শোন বেরাদরে ॥
আরবিতে ফারসিতে হুলিয়া লেখা ছিল।
সকলে জানিবার জন্য বাঙ্গালা করা গেল ॥
এইতক হুলিয়া নামা করিনু তামাম।
সবার কদমে মোর হাজার ছালাম ॥

জেঁলেলে জুনওয়ারে আলম হুয়ে দোনো জাহাঁ পয়দা।

কহে হীন আজাহার আলি ভাবিয়া খোদায়।
থাকে যদি চুক ভুল ক্ষমিবে আমায়॥

গজল।

জেন্দেগানী ফেকুরেফানি কুছ নেহি জাবেঙ্গে ছাত
কিয়া জওয়াব দোঙ্গে ওছদিন জব পুছেঙ্গে পাকজাত।
নওসেরওঁ বড় নামি, জাহানমে ছেকেন্দার রুমি,
দখল কিয়া ছারা জমি, আখের গিয়া খালি হাত।
মাল দওলত আওর ছামানা, তেরা ঘুচ জাবেগি
খাজানা, ছোড় জাওগি বালাখানা, মিল জাবেগি
মিট্টিকে ছাত। মাদার পেদার সব রোয়েঙ্গে, ছোড়ানে
কোই না ছাকেঙ্গে, ফেরেস্তা পাকাড়কে লেঙ্গে,
গর্দ্দানমে দেকে হাত।

মোনাজাত।

এলাহি বাহাকে শাহে আম্বিয়া,
জোনাবে মহাম্মদ রছুলে খোদা।
পায় আলে আছহাব খাতেমন্নবি,
এহি এক তেজা তুজছে আবহি মেরি।

মোরাদে দেলি ছবকি বরলাইও,
জোহায় ক্লস্কেহক ছবকো দেখলাইও ॥
মা আফিকা তালেব হোঁ আছি হোঁমেয়,
খাতা বখ্‌সে মেরি কে খাতি হোঁমেয়।
দ'মেজা কুনিহো নী মুবা পর আজাব,
না হো কবরমে মুঝ পা তেরা এতাব্‌।
হমে আপহি আয় খোদায়ে যাঁহা,
মেরিলব পা হোঁ তেরা কল্‌মা রওা
তরক্কি হোঁ রূজিকী ছবহে মছা,
কামাই মে বরকত হো উন্‌কি ছাদা,
মনুয়ার হোঁ ওছকা চেরাগে মরাদ।
রহে আবরূ সাদাব বাগে মোরাদ ॥

কলিকাতা,
৯নং শিবনারায়ণদাসের লেন, "নিউ আর্য্যমিশন প্রেস"।
শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।